সংবাদ

16 MAR 2012

পাতা, ক্রমাক : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

শিক্ষা প্রশাসনকে গতিশীল করতে

শিক্ষক ও ক্যাডার কর্মকর্তাদের হালনাগাদ তালিকা হচ্ছে

রাকিব উদ্দিন

প্রশাসনকে গতিশীল করা এবং দুর্নীতি ও অনিয়মের লাগাম টেনে উপযুক্ত কর্মকর্তাদের গুরুত্বপূর্ণ দফতরে পদায়ন করতে শিক্ষক এবং শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের হালনাগাদ তালিকা তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। তালিকা প্রণয়নের পর অপেক্ষাকৃত সৎ, যোগ্য ও দক্ষ কর্মকর্তাদের শিক্ষা বোর্ড, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি), আঞ্চলিক কার্যালয় এবং সংশ্লিষ্ট দফতরের শূন্যপদে পদায়ন করা হবে।

গত ৫ মার্চ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাসিক সমন্বয় সভায় শিক্ষামন্ত্রী উপযুক্ত শিক্ষকদের তালিকা প্রণয়নের নির্দেশ দেন। তার নির্দেশের পর মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা তালিকা তৈরির কার্যক্রম শুরু করেছে। এ তালিকা তৈরিতে মাউশিকেও সম্পৃক্ত করা হতে পারে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছে। তালিকা : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

তালিকা : হচ্ছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ওই সভায় শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষা বোর্ডসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন দফতর বা সংস্থায় পদ শূন্য হলে (বিসিএস শিক্ষা ক্যাডার পদের বিপরীতে প্রেষণে নিয়োগপ্রাপ্ত) ওই শূন্যপদে নিয়োগ প্রদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিকে পদায়ন সম্ভব হয় না। এ সমস্যা সমাধানের আগাম প্রস্তুতি হিসেবে তাৎক্ষণিক উপযুক্ত কর্মকর্তাকে শূন্যপদে পদায়ন করার জন্য যোগ্য শিক্ষকদের একটি হালনাগাদ তালিকা তৈরি করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব গতকাল সংবাদ'কে বলেন, অপেক্ষাকৃত যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক বাছাই করা যেমন খুব কঠিন, তেমনি তাদের উপযুক্ত স্টেশন বা স্থানে পদায়নও কঠিন। কারণ যোগ্য শিক্ষকরা ঢাকার বাইরে চাকরি করতে চায় না। এরপরও এবার শিক্ষকদের হালনাগাদ তালিকা প্রণয়ন করা হচ্ছে। এই তালিকা প্রস্তুত হওয়ার পর রাজধানীর শিক্ষা প্রশাসনে বড় ধরনের রদবদল হতে পারে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

জানা গেছে, পার্সনাল ডাটা শিট বা পিডিএস, এসিআর বা বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন, ডেস্ক বা কর্মস্থলের পারফরমেন্স (কৃতিত্ব) মূল্যায়ন করে কর্মকর্তাদের হালনাগাদ তালিকা প্রণয়ন করা হবে। যাদের পিডিএস এবং এসিআর ইতোমধ্যেই প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে, তাদের শাস্তিমূলক বদলি হিসেবে ঢাকার বাইরে পদায়ন করা হবে।

সংশ্লিষ্টরা জানায়, হালনাগাদ তালিকা থেকে কেবল মাউশি, ৮টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি), শিক্ষার মানোন্নয়ন প্রকল্প, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতর (ডিআইএ), মাউশির নয়টি আঞ্চলিক কার্যালয়, সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ এবং গুরুত্বপূর্ণ ও অপেক্ষাকৃত বেশি ছাত্রছাত্রী থাকা সরকারি কলেজের প্রশাসনিক পদে (অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ) শিক্ষক বা কর্মকর্তা পদায়ন করা হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, ঢাকা শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, মাউশি, ডিআইএ এবং শিক্ষার মানোন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্পে চিহ্নিত দুর্নীতিবাজ, অদক্ষ, বিএনপি-জামায়াতের সুবিধাভোগী ও বিতর্কিত কর্মকর্তারা বহাল তবিয়তে আছে। তারা সরকারদলীয় সুবিধাবাদী জনপ্রতিনিধি এবং বিসিএস শিক্ষা সমিতির প্রভাবশালী নেতাদের অনৈতিক সুবিধা দিয়ে এসব পদে বহাল আছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বার বার পদক্ষেপ নিয়েও তাদের সরাতে পারছে না।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, সরকারি কলেজে অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় পদায়ন ও বদলি নিয়ন্ত্রণ করতে সম্প্রতি অধ্যক্ষ (প্রিন্সিপাল) ও উপাধ্যক্ষদের (ভাইস-প্রিন্সিপাল) ফিট লিস্ট বা যোগ্যদের তালিকা তৈরির নীতিমালা প্রণয়ন করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। নীতিমালা অনুযায়ী চাকরিতে ন্যূনতম ২০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মকর্তা অধ্যক্ষ এবং ১৫ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মকর্তাকে উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ লাভের জন্য আবেদন করতে পারবেন। তাদের যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ফরমে শিক্ষা সচিব বা মন্ত্রণালয় বরাবর আবেদন করতে হবে। এতে আবেদনকারীর বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর) সন্তোষজনক হতে হবে। কর্মকর্তাদের যোগ্যতার পাশাপাশি সততা, দেশপ্রেম, সাহস, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বিবেচনা করে ফিট লিস্ট তৈরি করার কথা। কিন্তু নানা স্তরের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তদবিরের চাপে ফিট লিস্ট অনুযায়ী অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ নিয়োগ দিতে পারছে না সংশ্লিষ্টরা। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ সমন্বয় সভায় ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে।